পাক্ষিক

আহ্‌মদী

একাদশ বর্ষ — বিংশ সংখ্যা

৩১শে মাহে এখা—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [৩১শে অক্টোবর, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *
هو الناصر

ডালহোজিতে আহমদীয়া জমাতের নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীনের কুঠিতে পুলিসের বেআইনী প্রবেশ

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ]

(১২ই সেপ্টেম্বরের খোৎবার সারমর্ম্ম)

সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর ডালহোজীর ঘটনার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন—

"ইহা আহমদীয়া জমাতের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। ১৯৩৪ সনের ঘটনা হইতেও ইহা গুরুতর। ১৯৩৪ সনে পাঞ্জাবের গবর্ণর রাত্রি বেলায় আমাকে নোটিস দিয়াছিলেন যেন আমি আহমদীদিগকে কাদিয়ান আসিতে নিষেধ করি। যাহাহউক, পরে সকোন্সিল গবর্ণর দুইবার এসম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা ও ত্রুটি স্বীকার করেন। ডালহোজীর ঘটনা সেই ঘটনা হইতেও গুরুতর।

ডালহোজীর ঘটনা উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আমি জমাতের বন্ধুগণকে এই নছিহত (উপদেশ-দান) করিতেছি যেন তাহারা উত্তেজনার বশীভূত না হন। কারণ এখন দুনিয়াতে এরূপ এক মহা যুদ্ধ হইতেছে যাহার প্রভাব ইসলাম ও আহমদীয়ত এবং দুনিয়ার সকল দেশ ও লোকের উপর পতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধে এই শতাব্দীতে দুনিয়ার ভাগ্য-মীমাংসা হইবে। অতএব আমাদিগকে অন্যান্য সকল বিষয়ে উত্তেজনা দমন রাখা উচিত যেন আমরা বর্ত্তমানে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা করিতেছি তাহা করিতে পারি এবং ভবিষ্যতে ইহাতে কোন রূপ ত্রুটি না হয়। উত্তেজনার বশে বড় জিনিষকে ছোট জিনিষের জন্য কোরবান (বলি) করিয়া দেওয়া বড়ই মূর্খতা। কোন জিনিষ আপাততঃ অতি মূল্যবান বোধ হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান জিনিষ সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার জন্য প্রথমোক্ত জিনিষকে কোরবান করিতে হয়। প্রাণ কত মূল্যবান জিনিষ, প্রাণ রক্ষার জন্য মানুষ কত কিছু করে। কিন্তু দেশ-রক্ষার কর্ত্তব্য যখন উপস্থিত হয় তখন এই মূল্যবান প্রাণও মানুষ জাতি ও দেশ রক্ষার জন্য কোরবান করিয়া দেয়। মাতা-পিতার সম্মান মানুষের নিকট কত প্রিয়! মাতাপিতাতার জন্য মানুষ নিজ জাতি, নিজ বন্ধু ও প্রতিবেশীর সহিত লড়াই করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুনিয়াতে যখন খোদার নবী আসেন তখন এই মাতা-পিতাকেও মানুষ কোরবান করিয়া দেয়।

আমাদের উত্তেজনা দমন রাখিবার দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, এ বিষয়ে মূল দায়ীত্ব কাহার এবং মূলতঃ কে দোষী তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই। আমরা এখনো নিশ্চয় করিয়া জানি না এবিষয়ে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হাত আছে কি-না, কিম্বা ইহাও নিশ্চয় করিয়া জানি না স্থানীয় অফিসারের ইহাতে দখল আছে কি-না। অতএব মূলতঃ দায়ী কে তাহা সঠিক না জানা পর্য্যন্ত আমাদের উত্তেজনা দমন রাখা উচিত।

অতঃপর আমি মূল ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। বুধবার দিন প্রায় ১২ টার সময় আমি চিঠি পড়িতে বসি। এমন সময় আমার ছেলে খলিল আহমদ—যাহার বয়স এখন প্রায় সতর বৎসর—আমার নিকট একটি গোল প্যাকেট নিয়া আসে। প্যাকেটটি বন্ধ ছিল, ইহা একটি কাগজ দ্বারা আবৃত ছিল এবং ইহার উপরে খলিল আহমদের ঠিকানা লিখা ছিল। এই প্যাকেটখানা সে আমার নিকট দিয়া বলিল যে, এই প্যাকেটটি কোন ব্যক্তি তাহার নিকট পাঠাইয়াছে এবং ইহা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বলিয়া বোধ হয়। আমি প্যাকেটখানা হাতে লইয়া ইহাকে বন্ধ দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই প্যাকেটতো বন্ধ, তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে যে, ইহার ভিতর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাগজ-পত্র আছে?" সে উত্তর করিল, "এই প্যাকেটের কভারটা একটু ঢিলা আছে, আমি কভার না খুলিয়াই ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখিলাম যে, উহা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে।" আমিও তখন পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, কভার বাস্তবিকই কিছু ঢিলা এবং আমিও কভার না ছিড়িয়া ভিতর হইতে কাগজ খুলিয়া দেখিলাম যে, খলিল আহমদ যাহা বলিয়াছে

তাহা ঠিকই। আমি সেই বিজ্ঞাপনটি সম্পূর্ণ পড়ি নাই, মাত্র একটি ছত্র পড়িয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাতে লিখা ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ভারতীয় সীপাহীকে একস্থানে নিহত করাইয়া দিয়াছে।

মোটকথা, উক্ত বিজ্ঞাপনের এক ছত্র পড়িয়াই খলিল আহমদের কথা সত্য পাইয়া সেই কাগজটি কভারের ভিতর ভরিয়া আমি তৎক্ষণাৎ দরদ সাহেবকে (প্রাইভেট সেক্রেটারীকে) ডাকাইয়া আনি এবং তাঁহার নিকট সেই প্যাকেটটি দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলি, "ইহা কহোরো দুষ্টামি বলিয়া বোধ হয়; আপনি সত্বর এই প্যাকেট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দিন এবং তাঁহাকে লিখিয়া দিন যে, আমার ছেলে খলিল আহমদের নিকট এই প্যাকেট আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ অন্যান্য যুবকদের নিকটও এইরূপ ট্রাক্ট ও বিজ্ঞাপনাদি প্রেরণ করা হইয়াছে। অতএব এই প্যাকেট-খানা আপনার নিকট পাঠাইতেছি, আপনি এসম্বন্ধে যাহা করা উচিত মনে করেন তাহা করিবেন।"

আমি এই কথা বলিয়া ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই এক ব্যক্তি আসিয়া দরদ সাহেবকে বলিতে লাগিল, "পুলিসের লোক আসিয়াছে এবং আপনাকে ডাকিতেছে।" ইহা শুনিয়া আমি দরদ সাহেবকে বলিলাম, "আপনি যাইয়া দেখুন পুলিসের লোক কি চায়।" দরদ সাহেব যাইয়া তিন চারি মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, পুলিসের কতিপয় সিপাহী আসিয়াছে এবং তাহারা বলে, আমরা মীরজা খলিল আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই। আমি উত্তরে বলিলাম, খলিল তো বালক, তাহার সঙ্গে আপনারা কি কথা বলিবেন, আপনারা যাহাকিছু বলিতে চান আমার নিকট লিখিয়া দিন। কিন্তু তাহারা জিদ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তাহার সঙ্গেই কথা বলিতে চাই এবং এ সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিয়া দিতে পারিব না।"

দরদ সাহেব আরো কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মামুলি বিষয় মনে করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলাম, "কোন আপত্তি নাই, আমি খলিল আহমদকে পাঠাইয়া দিতেছি।" ফলতঃ আমি তৎক্ষণাৎ খলিল আহমদকে পাঠাইয়া দেই।

কয়েক মিনিট পরই খলিল আহমদ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, সিপাহীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন প্যাকেট তোমার নামে আসিয়াছে কি?' আমি উত্তর করিয়াছি, "হাঁ, আসিয়াছে এবং আমি আমার পিতাকে তাহা দিয়া দিয়াছি।" অতঃপর সীপাহীগণ দরদ সাহেবের হস্তস্থিত প্যাকেটের প্রতি ইসারা করিয়া বলিল, "এই প্যাকেট নিজ হাতে লইয়া খুলিয়া দাও" কিন্তু আমি বলিলাম, আমি ইহা খুলিতে পারিব না। খলিল আহমদের এই কথা শুনিয়া আমি খলিল আহমদকে বলিলাম, তুমি ইহা বড়ই উত্তম কাজ করিয়াছ যে, নিজ হাতে প্যাকেট খুলিয়া দাও নাই।

খলিল অহমদ কথা কহিয়া চলিয়া যাইতে না যাইতে দরদ সাহেব আসিয়া বলিলেন, "সিপাহীগণ আমার নিকট সেই প্যাকেট চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি দিতে অস্বীকার করি এবং বলি, তোমরা আমাকে বল, কোন্ আইন অনুসারে তোমরা আমার নিকট হইতে এই প্যাকেট নিতে চাও। আমি আরো বলি যে, খলিফাতুল মাসহ আমাকে এই প্যাকেট একজন বড় অফিসারকে পাঠাইবার জন্য দিয়াছেন, তাই আমি এই প্যাকেট তোমাদিগকে দিতে পারি নাই। অতঃপর তাহারা আমার নিকট হইতে প্যাকেট খানা ছিনাইয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয় এবং অপর এক সিপাহী তাহা লইয়া পলায়ন করে।

আমি তাড়াতাড়িতে দরদ সাহেবের সকল কথা শুনিলাম না, কিন্তু বুঝতে পারিলাম যে, ইহারা আমাদের সহিত দুষ্টামি করিয়াছে। আমি উপরে আসিয়া গবর্ণর সাহেবকে এক তার লিখিলাম। ইহাতে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ ছিল। এই তার লইয়া আমি পুনরায় সিড়িতে নামিয়া দেখিলাম দরদ সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। নীচে নামিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলাম, আমাদের আরাম কেদারায় ও চেয়ারে সিপাহীগণ পা লম্বা করিয়া এমন করিয়া বসিয়াছে যেন ইহা তাহাদেরই ঘর। আমি ঝট করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বারান্দা দিয়া অফিস কামরায় আসিয়া দেখি যে, বারান্দায়ও পুলিশ দাঁড়ান আছে। যাহাহউক, আমি দরদ সাহেবের হাতে তারটি দিয়া বলিলাম, এখনি ইহা গবর্ণরকে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমি গবর্ণরকে এক বিস্তৃত চিঠি লিখিতে বসিলাম। ইতাবসরে আমাকে দুইবার নীচে নামিতে হয়। একবার দরদ সাহেবকে একথা বলিবার জন্য যেন এই তারের বিষয় সিপাহীগণকে শুনাইয়া দেওয়া হয়, যেন ইহাতে ঘটনার বর্ণনায় কোন ভুল হইয়া থাকিলে তাহা সংশোধন করা যায়। দ্বিতীয়তঃ আর একটি জরুরী বিষয় তারের মধ্যে উল্লেখ করিয়া দিবার জন্য নীচে আসি। এবিষয়টিও সিপাহীদিগকে শুনাইয়া দিবার জন্য দরদ সাহেবকে বলিয়া দেই। তখন পর্য্যন্তও পুলিসগণ অনবরত আমাদের বাসার নীচের তলা দখল করিয়া বসিয়াছিল।

ঘটনাক্রমে সেই দিন আমাদের অধিকাংশ লোকই বাহিরে কাজে গিয়াছিল। প্রিয় মীরজা মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব যিনি ডালহোজীতে আমাদের অতিথি স্বরূপ ছিলেন তিনিও মীরজা নাছের আহমদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার কোঠিতে গিয়াছিলেন। যাহাহউক কিছুক্ষণ পর আমার খেয়াল হইল, আমরা তো আইন জানি না, মীরজা মোজাফ্ফর আহমদ ও মীরজা নাছের আহমদকে ডাকাইয়া আনা যাউক। অতএব পুনরায় আমি নীচে আসিয়া এক ব্যক্তিকে দরদ সাহেবের নিকট পাঠাইলাম যেন তিনি তৎক্ষণাৎ মীরজা মোজাফ্ফর আহমদ ও মীরজা নাছের আহমদকে ডাকাইয়া আনেন। তখনো আমি দেখিলাম যে, পুলিশ আমাদের বাসা দখল করিয়া বসিয়া আছে।

যাহাহউক, অল্পক্ষণ পরই মীরজা মোজাফ্ফর আহমদ ও মীরজা নাছের আহমদ উভয়ই আসিলেন এবং বলিলেন যে, পিছনে সসস্ত্র পুলিস রাইফেল বন্দুক নিয়া আসিতেছে। দরদ সাহেব মীরজা আবদুল হক প্লিডারের নিকটও লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিলেন। তখন পর্য্যন্তও পুলিস কামরা ও বারান্দা দখল করিয়া বসিয়া ছিল। তখন আমার মনে এই খেয়াল হইল যে, পুলিশ থানায় কোন খবর পাইয়া থাকিবে, তাই সসস্ত্র পুলিশ রাইফেল বন্দুক নিয়া আমাদের বাসায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

অতঃপর আমি পুনরায় চিঠি লিখিতে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরই আমি মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তো আইন জান, পুলিশ কি কাহারও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? সে উত্তর করিল, আইনের দিক দিয়া ইহা একবারেই অসঙ্গত। আমি বলিলাম, তবে যাও এবং পুলিশকে বুঝাও। ইতিমধ্যে মীরজা নাছের আহমদও আসিয়া পৌঁছিল এবং বলিতে লাগিল, পুলিশ আমাদের ঘরের ভিতর কেন বসিয়া আছে এবং দরদ সাহেব তাহাদিগকে বসিতে কেন দিলেন? ইহা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। পুলিশ বিনা অনুমতিতে কাহারো গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যদিই বা প্রবেশ করে তবে তাহাদিগকে নিজদের তালাসী দিতে হয়, কারণ তাহারা হয় তো কোন বে-আইনী বস্তু ঘরে ফেলিয়া যাইতে পারে। এই জন্য আইন এই যে, পুলিশকে প্রথম তালাসী দিতে হইবে। এই পুলিশগণের কি তালাসী লওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম, আমার জানা মতে তো কোন তালাসী লওয়া হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, দরদ সাহেবের উচিত ছিল তাহাদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া। মীরজা নাছের আহমদ কিছু ব্যারিষ্টারীও পড়িয়াছিল তাই কিছু কিছু আইন জানিত। আমি বলিলাম, পুলিশের যখন আইনতঃ কাহারো গৃহে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার নাই, তবে তুমি যাইয়া তাহাদিগকে বুঝাও। ইহাতে সে নীচে আসিয়া পুলিশের সঙ্গে উচ্চ স্বরে কথা বলিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, সে ছেলে মানুষ, এখনো তাহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই, চতুর্দ্দিকে আমাদের শত্রু, সে যদি কোন কথা বলিয়া ফেলে তবে পুলিশ অভিযোগ করিয়া বসিবে, যে তাহাদের উপর হাত বাড়ান হইয়াছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিলাম। তখন পুলিশ ভিতরের কামরা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মীরজা নাছের আহমদ তাহাদিগকে বলিতেছিল, তোমরা ভিতরে যেখানে বসা ছিলে সেইখানেই বসিয়া থাক, আমি তোমাদের ফটো লইতে চাই। কিন্তু তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা ভিতরে যাইব না।

আমি সিপাহিদের এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা সকলেই ইতিপূর্ব্বে ভিতরে বসা ছিলে এবং কয়েকজন ভদ্রলোক তাহার সাক্ষী আছে— আমি নিজে তোমাদিগকে ভিতরে বসা দেখিয়াছি, দরদ সাহেব তোমাদিগকে ভিতরে দেখিয়াছেন, মীরজা মোজফ্‌ফর আহমদ ও মীরজা নাছের আহমদ তোমাদিগকে ভিতরে দেখিয়াছে, অতএব পুনরায় তোমাদের সেখানেই যাইয়া বসিতে আপত্তি কি এবং তোমাদের ফটো লইতেই বা আপত্তি কি? তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করা যদি আইন-সঙ্গতই ছিল তবে এখনো তোমরা সেখানে যাইয়া বসিতে পার, আর যদি তোমাদের ভিতরে যাওয়া আইন-বিরুদ্ধ ছিল তবে তোমরা নিজদের ত্রুটি স্বীকার কর।" ইহাতে তাহারা বলিল "আমরা তো ভিতরে বসিই নাই।" আমি বলিলাম, তিনবার তো আমি নিজেই দেখিয়াছি, এতদ্ব্যতীত দরদ সাহেব, মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদ, মীরজা নাছের আহমদ দেখিয়াছে; খলিল আহমদের সঙ্গে তোমরা যে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলে তাহাও ভিতরেই বলিয়াছিলে। এখন তোমরা কেমন করিয়া বলিতেছ যে, তোমরা ভিতরে বস নাই? এত বড় মিথ্যা তোমরা কেমন করিয়া বল! এর উত্তরেও তাহারা ইহাই বলিল যে, তাহারা ভিতরে মোটেই বসে নাই। ইহাতে আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, বড়ই আফসোসের বিষয়! আজ আমার ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা লাভ হইল কেমন মিথ্যুক লোকের সাক্ষ্যের উপর আদালত লোকদিগকে সাজা দিয়া থাকে। আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি এবং তোমাদিগকে ভিতরে দেখিয়াছি—একবার নয় তিনবার। দরদ সাহেব তোমাদের সঙ্গে ভিতরে কথা বলিয়াছেন, মোজাফর আহমদ তোমাদের সঙ্গে ভিতরে কথা বলিয়াছে, নাছের আহমদ তোমাদের সঙ্গে ভিতরে কথা বলিয়াছে, তবু তোমরা বলিতেছ যে, তোমরা ভিতরে বসই নাই। তোমরা যেরূপ মিথ্যা বলিতেছ এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর আদালতের পক্ষ হইতে লোকের সাজা লাভ বাস্তবিকই নেহায়তই পরিতাপের বিষয়। অতঃপর তাহারা একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু তখনো তাহারা স্বীকার করিল না যে, তাহারা ভিতরেই বসিয়া ছিল।

তাহাদিগকে এরূপ মিথ্যা বলিতে দেখিয়া আমার খেয়াল হইল যে, তাহারা আমাদের সম্বন্ধে না-জানি আরো কত মিথ্যা রটনা করিয়া বসিবে। হয়-তো তাহারা ইহাই বলিয়া দিবে যে, আমরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে মার-পিট করিতেছিলাম। তাই আমি মোজাফ্‌ফর আহমদকে বলিলাম, "মোজাফ্‌ফর! এদেশে আহমদীদের কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না, তুমি শিক্ষিত এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তোমার কথায় কেহ বিশ্বাস করিবে না, তাহাদের কথাই বিশ্বাস করা হইবে, অতএব এই ঘটনার সাক্ষ্যের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিয়া আন।"

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন গয়ের-আহমদী ডিপুটি কমিশনার (ম্যাজিষ্ট্রেট) ছিলেন। তিনি ছুটি নিয়া এখানে আসিয়াছিলেন। আমি মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদকে বলিলাম, অবিলম্বে তাঁহার নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দাও এবং এই অনুরোধ জানাইয়া দাও যে, একটি জরুরী কাজ আছে, মেহেরবানী করিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য আসেন। আমার ইচ্ছা ছিল, তিনি আসিলে এই ঘটনার সাক্ষ্য হইবেন। ফলতঃ মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদ তাঁহার নিকট এই অনুরোধ জানাইয়া লোক পাঠাইলেন। আমি তখন উপরে চলিয়া গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে নীচ হইতে একটি আওয়াজ শুনিলাম। আওয়াজ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, ডিপুটি কমিশনার সাহেব আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া সিপাহীদিগকে বলিতেছিলেন, "তোমরা স্পষ্টতঃ আইন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছ।" একথা শুনিয়া আমিও নীচে আসিলাম এবং আমি তাঁহার নিকট পূর্ব্বকার সমস্ত ঘটনা—যথা, খলিল আহমদের নিকট প্যাকেট আসা, তাহা গবর্ণরকে পাঠাইবার জন্য দরদ সাহেবের নিকট দেওয়া, পুলিশ তাহা ছিনাইয়া নেওয়া এবং থানায় মিথ্যা রিপোর্ট দিয়া আর্ম্‌ড্‌ পুলিশ আনয়ন করা এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে আমার ভর্ৎসনা করা—ইত্যাদি সমস্ত কথা বর্ণনা করিলাম এবং আরো বলিলাম যে, পুলিসের দরদ সাহেব

হইতে প্যাকেট ছিনাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যেন, তাহারা একথা সৃষ্টি করিতে পারে যে, তাহারা খলিল আহমদ হইতে প্যাকেট নিয়াছে। একথা শুনিয়া পুলিসগণ বলিয়া উঠিল, "আপনার যেমন কোন কথা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ছিল, তেমনি আমাদেরও কোন কথা সৃষ্টি করিবার ছিল।" এ সকল কথা তাহারা ডিপুটি কমিশনার সাহেবের সম্মুখেই বলিয়াছিল এবং আমিও তাহাদের দ্বারা এ সকল কথা বলাইলাম যেন ডিপুটি কমিশনার সাহেব এ সকল কথার সাক্ষী থাকেন; (আমি জানি না, তিনি এই সকল কথা কতটুক শুনিয়াছিলেন, কেননা তখন বিভিন্ন রকমের কথা হইতেছিল।)

ডিপুটি কমিশনার সাহেব আসিবার পূর্ব্বে আমি নীচ হইতে এক সীপাহীর আওয়াজ শুনিয়াছিলাম। এক সীপাহী অপর সীপাহীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। বোধ হয়, কোন সিপাহী কু-উদ্দেশ্যে ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিল এবং আমাদের কোন লোক তাহাকে বাধা দিয়াছিল। ইহাতে অপর সীপাহী তাহাকে বলিল, "এদিক চলিয়া আস, ইহাদের বিশ্বাস কি, ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে কত কথা সৃষ্টি করিয়া লইবে।" অর্থাৎ, আমাদের সকলই যেন মিথ্যুক ছিল এবং যাহারা দৈনিক মিথ্যা শপথ করিয়া থাকে এবং আমাদের সম্মুখেই মিথ্যা কথা বলিল, তাহারাই সত্যবাদী।

যাহা হউক, সেই ডিপুটি কমিশনার সাহেব কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কথা বলিয়া পরে আমাকে বলিলেন, এই সীপাহীদের সঙ্গে কথা বলা নিষ্ফল, ইহাদের সঙ্গে কোন অফিসার বা নেতা নাই, এবং ইহাদের কোন অধিকারও নাই। গুরুদাসপুর জিলার ডিপুটি কমিশনারের নিকট আপনার লোক পাঠান উচিত এবং তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত করা উচিত।" আমি বলিলাম, আমরা খবর নিয়াছি, ডিপুটি কমিশনার সাহেব এবং পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব উভয়ই এখন বাহিরে। এই জন্য আমরা স্থির করিতে পারি না, কি করা যায়।" অতঃপর তিনি বলিলেন, এখানে মিঃ শ্লেয়ার এস্, ডি, ও, আছেন, তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিন। অতঃপর আমি দরদ সাহেব ও মীরজা নাছের আহমদকে মিঃ শ্লেয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং স্বয়ং সীপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের দলপতি কে? ইহার উত্তরে তাহারা প্রথমতঃ বলিল, "আমরা জানি না, আমাদের দলপতি কে।" অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এক জনের প্রতি ইসারা করিয়া বলিল, "আমাদের মধ্যে ইনিই সকলের বড়।" কিন্তু তাহার পরনে ইউনিফর্ম বা পুলিসের পোষাক ছিল না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি ইউনিফর্ম পরি নাই, অমুক ব্যক্তি দলপতি।" সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অস্বীকার করিল এবং সেই ইউনিফর্ম-বিহীন ব্যক্তির প্রতিই নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "আমাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সিনিয়র"। তাহাকে যখন বলা হইল যে, অমুক ব্যক্তি তো অস্বীকার করে, তখন সে বলিল, "যাহাকে ইচ্ছা মনে করিয়া নেও।" অবশেষে ডিপুটি কমিশনার সাহেবও জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে বড় ইহা তো তোমাদের বলা উচিত। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরেও তাহারা গোলমাল করিয়াই কিছু বলিল। যাহাহউক অবশেষে তিনি বলিলেন, মিঃ শ্লেয়র এস-ডি-ও এখনি আসিবেন, ইহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, চলুন ভিতরে বসা যাউক।

অতঃপর আমরা যাইয়া ভিতরে বসা মাত্রই মিঃ শ্লেয়ার আসিলেন। তিনি কোট খুলিয়া বসিয়া বলিলেন, আমি তো পুলিস অফিসার নহি, আমার নিকট যখন কেইজ উপস্থিত করা হয় তখন আমি শুনি। যাহাহউক তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, ডিফেন্স্ অব ইণ্ডিয়ার নিয়মানুসারে পুলিস ওয়ারেণ্ট ছাড়াই গ্রেফতার করিতে পারে। তখন ডিপুটি কমিশনার সাহেব বলিলেন যে, এই অধিকার কেবল পুলিস ইনস্‌পেক্টর বা সাব-ইনস্‌পেক্টরেরই আছে, সকলের নাই। ইহাতে মিঃ শ্লেয়ার বলিলেন, পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর রোগগ্রস্ত এবং অফিসার ইন-চার্জ টুরে গিয়াছেন, বর্ত্তমানে একজন হেড কনষ্টেবলই চার্জে আছে, এই জন্যই তাহার অধিকার আছে। অতঃপর তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করতঃ বলিলেন, "আমি যদি ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলিয়া দেই এবং তিনি যদি ইহাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ষ্টেপ নেন তবে কি যথেষ্ট হইবে না? আমি বলিলাম, আমি এ সম্বন্ধে গবর্ণরকে তার দিয়াছি, তাঁহার মীমাংসার অপেক্ষা করিতে হইবে। কথা প্রসঙ্গে তিনি পুলিসের কতিপয় দোষের কথা স্বীকার করিলেন এবং যখন শুনিলেন যে, পুলিস তালাসি না দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তখন বলিলেন, ইহা বাস্তবিকই আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে তাহাদের ভিতরে আসা উচিত ছিল না। যাহাহউক তিনি ইহাও বলিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে আমার সামনে কেইজ আসিলেই তৎসম্বন্ধে আমি মীমাংসা করিতে পারি। পুলিসের কাজে আমি দখল দিতে পারি না, তবে আপনার ছেলের জামানত এখনি দিয়া দিতে পারি। ইহাতে ডিপুটি কমিশনার সাহেব বলিলেন, আমার এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, আপনি এরূপ কথা বলিবেন না, ইহাতে আপনার নিজের উপর দোষ আসিবে। পুলিস আপনার নিকট এখনো এসম্বন্ধে কোন রিপোর্ট করে নাই এবং নিয়ম এই যে, প্রথম পুলিশ রিপোর্ট করিবে এবং তৎপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ইহাতে তিনি বলিলেন, বহুত আচ্ছা, আমি থানার ইন্‌চার্জ্জকে ডাকিয়া আনাইতেছি। থানার ইনচার্জের জন্য লোক পাঠাইলে সেই ইউনিফর্ম্ম-বিহীন ব্যক্তিই আসিল। মিঃ শ্লেয়ার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ইন্‌চার্জ?" সে উত্তর করিল, আমি তো ইউনিফরম ছাড়া, আমি কেমন করিয়া ইন্‌চার্জ হইব?" ইহাতে তিনি বলিলেন, "তবে কোন ইউনিফর্ম-ওয়ালাকে নিয়া আস।" অতঃপর সে ইউনিফর্ম-পরিহিত অপর এক পুলিসকে ডাকিল। কিন্তু তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, সে ইন্‌চার্জ কি-না, তখন সে বলিল, "আমি কেমন করিয়া ইন্‌চার্জ হইব, আমি তো জুনিয়ার; ইউনিফর্ম-বিহীন ব্যক্তিই ইন্‌চার্জ।" ইহাতে মিঃ শ্লেয়ারও চমৎকৃত হইলেন এবং ইউনিফর্ম-বিহীন ব্যক্তিকে বলিলেন, "তুমি এই কেইজ সম্বন্ধে আমার নিকট রিপোর্ট কর, আমি ইহার মীমাংসা করিব।" আমি এই প্রসঙ্গে মিঃ শ্লিয়ারকে বলিলাম, 'দেখুন এই লোকগণ কেমন করে; আসল ইন্‌চার্জ যে-ব্যক্তি সে ইউনিফর্ম বিহীন এবং যাহার

ইউনিফর্ম আছে সে ইন্‌চার্জ হওয়ার কথা অস্বীকার করে।" আমার এই কথায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন যে ইন্‌স্পেক্টর রুগ্ন থাকায়ই এইরূপ হইয়াছে, তিনি সুস্থ থাকিলে বোধ হয় এরূপ হইত না। যাহা হউক, সেই ইউনিফর্ম-বিহীন ব্যক্তি রিপোর্ট লিখিতে চলিয়া গেল এবং তিনি রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রিপোর্ট নিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি চলিয়া যাউন, যখন রিপোর্ট আসে তখন আপনি দরকার মনে করিলে আমি আমার ছেলেকে আপনার নিকট জামানতের জন্য পাঠাইয়া দিব।" ইহাতে তিনি সম্মত হইলেন এবং এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'ডিপুটি কমিশনারও বিকাল বেলায় ফিরিয়া আসিবেন, আমি ৯টার সময় সংবাদ দিব। দরকার হইলে মীরজা মোজাফ্‌ফর আহমদ খলিল আহমদকে নিয়া আসিবেন, আমি জামানত নিয়া নিব।"

এই বলিয়া এস, ডি, ও, মহোদয় চলিয়া গেলেন, কিন্তু পুলিস ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত রাইফেল নিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন আমি আমার বন্ধুবর্গকে বলিলাম, আপনারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এখন কোন্ আইন মতে এখানে দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহাদের নিকট হইতে লিখাইয়া লউন যেন তাহারা পরে এখানে ৭টা পর্য্যন্ত থাকার কথা অস্বীকার করিতে না পারে। কিন্তু তাহারা একথা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিল। ইহাতে মীরজা আবদুল হক প্লিডার সাহেব বলিলেন, যদি একথা লিখিয়া না দাও, তবে তোমাদের এখানে থাকার কোন অধিকার নাই, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তখন মীরজা সাহেবকে বলিলাম, আপনি তাহাদিগকে একথা বলিবেন না যে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, কেননা, ইহারা হয়-তো যাইয়া রিপোর্ট করিবে, আমাদিগকে মারপিট করা হইয়াছে, এবং পরিণামে তাহাদের কথাই গ্রহণ করা হইবে; আপনি বরং বলুন—"আচ্ছা, তোমরা যদি না-ই লিখিয়া দাও তবে আমি নিজেই লিখিয়া লইতেছি তোমরা কতক্ষণ পর্য্যন্ত এখানে আছ—এবং দ্বিতীয়বার ইহাদের ফটো নিয়া নিন এবং ফটোতে নোট করিয়া রাখুন যে, কতটার সময় এই ফটো লওয়া হইয়াছে।

যাহা-হউক, সন্ধ্যার সময় সংবাদ আসিল যে, এস, ডি, ও, মহোদয়ের আদেশানুসারে পুলিস রিপোর্ট করিলে দেখা গেল যে, যে-ধারা অনুসারে পুলিস কাজ করিতে চাহিয়াছিল সেই ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ছাড়া তাহাদের কাজ করিবার কোন অধিকারই ছিল না। মোটকথা তাহাদের সমস্ত কাজই আইন-বিরুদ্ধ ছিল এবং কাহাকেও গ্রেফ্‌তার করিবার তাহাদের অধিকারই ছিল না। অতঃপর সন্ধ্যা ৭টার সময় পুলিস কুঠি হইতে চলিয়া যায়। রাত্রে এস, ডি, ও, সাহেবের চিঠি আসিল যে পরদিন প্রাতে মীরজা খলিল আহমদ সম্বন্ধে মীমাংসা জানান হইবে। পরদিবস ১১টার সময় চিঠি আসিল, "আপনারা খলিল আহমদকে নিয়া যাইতে পারেন, আমাদের পক্ষ হইতে কোন বাধা নাই"। অতঃপর আমরা কাদিয়ান চলিয়া আসি।

অতঃপর অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, পুলিস ডাক আসিবার পূর্ব্বেই ডাক ঘরের নিকটে বসা ছিল, তাছাড়া তাহারা রাস্তায়ও বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ান ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই প্যাকেটের ষড়-যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত ডাক পিয়নও বার বার অনুনয় করিয়া খলিল আহমদকে এই প্যাকেট দিয়াছিল। পিয়ন প্যাকেট নিয়া আসিলে খলিল আহমদ প্রথম ইহা দরদ সাহেবের নিকট লইয়া যায় এবং বলে, আমার নামে এই প্যাকেট রেয়ারিং আসিয়াছে ইহা রাখিব কি না। দরদ সাহেব বলেন যে, এরূপ প্যাকেট না রাখাই ভাল। কিন্তু সে বাহিরে যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং পিয়নকে দিবার জন্য দুই আনার পয়সা চাহিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, পিয়ন বারবার এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল যে, এই প্যাকেট নিয়া নিন, দুই আনার পয়সা খরচ করা কোন বড় বিষয় তো নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ডাক-পিয়নকেও পুলিস অনুরোধ করিয়াছিল যেন সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া খলিল আহমদকে এই প্যাকেট গ্রহণ করিতে বাধ্য করে।

এই হইল প্রকৃত ঘটনা, যাহা আমি কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া এবং কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বর্ণনা করিলাম। এই ঘটনাবলীতে কেমন করিয়া সিলসিলার এবং আমাদের প্রতি অবমাননা করা হইয়াছে এবং এই সকল ঘটনাতে এবং আরো কতিপয় ঘটনাতে যাহা আমি প্রকাশ করি নাই, কেমন করিয়া পুলিসের দুরভিসন্ধি এবং জমাতকে অপদস্থ করিবার প্রয়াস প্রকাশ পায় তাহাও আমি বলি নাই। গবর্ণমেণ্টের সহিত এসম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা না বলা পর্য্যন্ত এবং এই ঘটনার জন্য কে দায়ী তাহা না জানা পর্য্যন্ত আমি এসকল কথা প্রকাশ করিব না। কিন্তু একটি বিষয় আমার নিকট অতি আজীব বোধ হইতেছে, এবং আমার মনে নানারূপ সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছে, আমি তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। তাহা হইল এই যে, এই ডিফেন্স একট বা ভারত রক্ষা আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় যাহা এই ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পায় তবে এই একটের সাহায্যে কাহারো নিকট কোন প্যাকেট পাঠাইয়া তাহাকে গ্রেফ্‌তার করান অতি সহজ হইবে এবং এই রূপে আমাদের জমাতের কেহই ইহা হইতে নিরাপদ থাকিবে না। কলা হয়তো আমার নামে এমন কোন প্যাকেট আসিতে পারে এবং পুলিস আমাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইতে পারে। সোসোয়িলিষ্ট (সমাজতন্ত্রবাদী) বা পুলিসের পক্ষে এরূপ প্যাকেট পাঠান কোন মুস্কিল নহে। সোসিয়েলিষ্টদের বিজ্ঞাপনাদি পুলিসের হাতে আসে, তাহা তাহারা অনায়াসেই অপর কাহারো নামে পাঠাইয়া তাহাকে গ্রেফ্‌তার করাইতে পারে। মোটকথা, ইহাতে সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের মান-সম্ভ্রমই বিপদ-গ্রস্ত।

পাঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমি যে-চিঠি লিখিয়াছি তাহাতেও আমি ইহাই লিখিয়াছি এবং এই আইনের উদ্দেশ্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কোন বড় অফিসারের নিকট যদি এই রকম প্যাকেট কেহ পাঠাইয়া দেয় তবে কি পুলিস তিন চারি মিনিট পরই তাহাকে গ্রেফতার করিয়া ফেলিবে? তিন চারি মিনিটের মধ্যে কোন ব্যক্তি তিনি যতই বুদ্ধিমান, শক্তিশালী ও প্রতাপশালী হওন না কেন—এই প্যাকেট ডিপুটি কমিশনার বা পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নিকট পাঠাইতে পারিবেন না।

অতএব এই আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় যাহা পুলিস তাহাদের আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছে তবে ভরতের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মানই বিপদাপন্ন হইবে। ধরিয়া লওন, আমি যদি তখন সেখানে উপস্থিত না থাকিতাম তবে কি এই আইন অনুসারে খলিল আহমদ অপরাধী হইত না? সে যদি ইহার গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া কামরাতেই এই প্যাকেট ফেলিয়া রাখিত তবে কি সে অপরাধী হইত না?

আমি জানি না এই আইনের উদ্দেশ্য কি। এই আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় যাহা পুলিস তাহাদের আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছে তবে বাস্তবিকই ভারতের কোন ব্যক্তির সম্মানই নিরাপদ নহে। আর যদি এই আইনের উদ্দেশ্য তাহা না হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্টের উচিত এই ঘটনার জন্য যাহারা দায়ী এবং মূলতঃ অপরাধী তাহাদের শাস্তি দেওয়া। এবিষয়ে স্থানীয় পুলিসের অপরাধ রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সি, আই, ডি-র কোন অফিসারের হাত ছাড়া তাহারা এতটুক সাহস করিতে পারে না। বস্তুতঃ আমরা যখন পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা এই প্যাকেটের কথা কেমন করিয়া জানিয়াছিলে, তখন তাহারা উত্তর করে, সি, আই, ডি, অফিসার আমাদিগকে জানাইয়াছে।

এই প্যাকেট পুলিসই খলিল আহমদের নামে পাঠাইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার আমার নিকট যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, কিন্তু আম এখন তাহা প্রকাশ করিব না। আমি আপাততঃ পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছি। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যদি এবিষয়ে মনোযোগী না হন তবে আমরা মনে করিব যে, গবর্ণমেণ্ট এরূপ ঘটনা পছন্দ করেন। এখনো আমি এসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখনো আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই, পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের এই ঘটনার সহিত সম্পর্ক আছে কি-না। কিন্তু আমি মনে করি, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর উপর এবিষয়ের দায়িত্ব বর্ত্তে না, কেননা স্থানীয় যে-রাজকর্ম্মচারী এই ঘটনার কথা জানিয়াছিলেন, তিনি আমাদের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন।

আপাততঃ আমি জমাতের প্রতিনিধিগণকে ডাকিয়াছি, যেন তাঁহারা রবিবার দিন এখানে আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করা হইবে এবং সমস্ত ঘটনা তাহাদের সামনে রাখা হইবে। অনেক ঘটনা এরূপ আছে যাহা এখনো বর্ণনা করি নাই, কেননা মোকদ্দমা হইলে তাহা কাজে লাগিবে। তাছাড়া এগুলি বর্ণনা করিলে জমাতে উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কি ষ্টেপ নেন তাহা দেখিবার জন্য আমি এখনো অপেক্ষায় আছি। আমি গবর্ণমেণ্টকে তার যোগে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন উত্তর আসে নাই। আমি গবর্ণর বাহাদুরকে যে-চিঠি লিখিয়াছি তাহাতে জানাইয়াছি যে, আমাদের জমাত গবর্ণমেণ্টের হিতের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছে। এরূপ জমাতের নেতার পক্ষে তার-যোগে উত্তর প্রাপ্তির দাবী কোন অসঙ্গত দাবী নহে। যাহা হউক তার-যোগে উত্তর দেওয়া না দেওয়া গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। যদি চিঠি দ্বারাও জওয়াব দেওয়া হয় তাহাও আগামী রবিবার দিবস পর্য্যন্ত পাওয়ার কথা। অতএব রবিবার দিবস পর্য্যন্ত যদি কোন উত্তর আসে তাহা আমি জমাতের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে পেশ করিয়া দিব। আমি বুধবার দিন তার দিয়াছি। ইহার জওয়াব বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, না হয়, রবিবার দিন জরুর আসার কথা। তবু যদি না আসে তবে উহার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপর।

আমাদের জমাতের কতিপয় প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভাতেও আছেন। গবর্ণমেণ্ট যখন এই আইন পাস করিয়াছিল তখন গবর্ণমেণ্টের পরিষদে আমাদের জমাতেরও এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় যাহা ডালহোজীর ঘটনার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইহাতে আমাদের জমাতের সেই বন্ধুগণের হাত থাকিয়া থাকে তবে তাহারা নিশ্চয়ই বড়ই অন্যায় করিয়াছেন।

এই আইনে কংগ্রেসের উপরও দোষ আসে; কেননা যতদিন কংগ্রেস ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই ততদিন তাহারা এরূপ আইনকে অত্যাচার-মূলক বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পার্টি যখন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল তখন সেই অত্যাচার-মূলক আইনের অধীনই শাসন করিতে লাগিল। লোক আপত্তি করিলে বলিল, এরূপ আইন ছাড়া কাজ চলে না। বস্তুতঃ কংগ্রেসের ক্ষমতা-প্রাপ্ত পার্টি বড়ই বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহা হওক, তাহাদের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য আমরা দায়ী নহি। কিন্তু আমাদের জমাতের কোন ব্যক্তি যদি এই আইন প্রণয়নে সাহায্য করিয়া থাকে, কিম্বা ইহার আলোচনায় যোগদান করিয়া থাকে তবে সে নিশ্চয়ই তাহার পরকাল নষ্ট করিয়াছে এবং সে নিশ্চয়ই খোদাতা'লার সমীপে মহা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। কেননা সে এই আইনের সাহায্যে তেত্রিশ কোটি লোককে অপদস্থ করিবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাদের সম্মানকে কতক কালের জন্য বিপদ-গ্রস্ত করিয়াছে।

আমার বড়ই দুঃখ হয় যে, এই আইন যাহাদের হাত দিয়া পাস করিয়াছে তন্মধ্যে কেহ কেহ আমার অতি প্রিয়; কিন্তু খোদা আমার নিকট সকলের চেয়ে প্রিয়তম এবং তাঁহার মোকাবেলায় আমি কাহারো পরওয়া করিতে পারি না। এই আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহারা নিজেদের আহমদীয়তের উপর এক কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। তাহাদের উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ পদ ইস্তফা দিয়া একথা বলিয়া দেওয়া যে, "আমরা এই আইন প্রণয়নে সাহায্য করিতে বা ইহাতে দস্তখত করিতে প্রস্তুত নহি"। আর যদি এই আইনের উদ্দেশ্য তাহা না হইয়া থাকে, তবে গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহা তাহাদের প্রমাণ করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, এই আইনকে এরূপ অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে কেন প্রয়োগ করা হইল?

অতএব এই আইন সম্বন্ধে আমি একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, এই আইনের উদ্দেশ্য যদি তাহাই হয় যাহা ডালহোজীর ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, তবে যাহারা এই আইনে স্বাক্ষর করিয়াছে, বা ইহার আলোচনায় যোগ দিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই খোদাতা'লার নিকট অপরাধী এবং তেত্রিশ কোটী লোককে অপদস্থ করিবার দোষে দোষী। তাহাদের নামাজ-রোজা, তাহাদের

কোরবাণী বা ত্যাগ কোন কাজে আসিবে না, কেননা তাহারা ধর্ম্মকে সংসারের উপর স্থান দেয় নাই। আমি আইনজ্ঞ নহি; কিন্তু আম মনে করি, ভারতবাসীদের মধ্যে যদি কিছু-মাত্র গয়রত বা আত্মসম্মান-বোধ থাকিত, তাহাদের হৃদয়ে যদি স্বদেশের জন্য বিন্দুমাত্রও প্রেম থাকিত তবে তাহারা কখনো এই আইনের অন্যায় বা অনিষ্টকর অংশটুকু পাস হইতে দিত না।

যুদ্ধের সময় কঠোর আইনের আবশ্যক, তাহা আমি বুঝি; কিন্তু এই আইন প্রয়োগের অধিকার এরূপ অজ্ঞ লোকদের হাতে দিয়া দেওয়া যাহারা একটি কথাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না—আইন বুঝা তো দূরের কথা, যেন শিশুর হাতে তরবারী দিয়া দেওয়া। যদি এই আইনের অধিকার ডিপুটি কমিশনারকে দেওয়া হয় তবে, আমার মতে, কোন আপত্তির কারণ নাই। অবশ্য ডিপুটি কমিশনারেরও ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক কম। তা'ছাড়া ইহাতে পাবলিকের অন্ততঃ এতটুকু সুবিধা হইবে যে, তাহাদের মোকাবিলা এক জন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকের সহিত হইবে।

বস্তুতঃ আইন হিসাবে ইহা এত সাংঘাতিক ভুল হইয়াছে যে, আমার মতে, কাউন্সিলের যে-সকল মেম্বর ইহার সপক্ষে ভোট দিয়াছে তাহারা স্পষ্টতঃ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে নাই। কেহ যদি এবিষয়ে ঔদাসীন্যের সহিত কাজ কারিয়া থাকে তবে সে খোদাত'লার নিকট অপরাধী হইবে, আর কেহ যদি জানিয়া বুঝিয়া ইহাতে সামান্য মাত্রও সহায়তা করিয়া থাকে তবে সে খোদাত'লার নিকট মহা অপরাধী হইবে, আর যে-সকল আহমদী ইহাতে যোগদান করিয়াছে তাহারা তো অতি মহা অন্যায় করিয়াছে।

পত্রিকায় সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকি, আজ অমুক ব্যক্তি, কাল অমুক ব্যক্তি "ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এক্ট" অনুসারে দণ্ডিত হইয়াছে। আমি মনে করিতাম যে, তাহারা সঙ্গত ভাবেই দণ্ডিত হইতেছে, কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হইতেছে যে, হয় তো তাহাদিগকে অন্যায়ভাবে জেলখানায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমি হিজ্ একসেলেন্সি গবর্ণর অব পাঞ্জাবকে লিখিয়াছি এবং সেই চিঠির নকল মন্ত্রিদিগকেও পাঠান হইয়াছে। এই সকল মন্ত্রী বক্তৃতায় সর্ব্বদা বলিত যে, দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য তাহারা দায়ী। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই ঘটনার পরও তাহাদের উপর কোন দায়ীত্ব আসে কি-না এবং এস্থলে আইনের সঙ্গত ব্যবহার হইয়াছে কি-না। অতঃপর প্রয়োজন হইলে আমরা আমাদের 'হক' বা অধিকার অর্জ্জনের জন্য আন্দোলন করিব; কিন্তু এমন কোন কাজ করিব না যাহা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে। এই যুদ্ধ আমাদের প্রধান মন্ত্রী বা আমাদের গবর্ণর অবলম্বন করেন নাই, বরং আমাদের সম্রাট এবং তাঁহার মন্ত্রিগণের আদেশাধীন এই যুদ্ধ অবলম্বন করা হইয়াছে। এই যুদ্ধ হিটলার শুরু করিয়াছে এবং আমাদের সম্রাট এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ তাহার মোকাবেলা বা প্রতিদ্বন্দিতা করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন। আমি যতটুক চিন্তা করিয়াছি তাহাতে এই সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছি যে, আমাদের বাদশাহ্ এবং তাঁহাদের মন্ত্রিগণ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং হিটলারই জালেম।

অতএব যে-বিষয়কে আমরা অত্যাচারমূলক মনে করি তাহার মোকাবেলা করিতে যদি আমরা কোন ত্রুটি করি তবে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইব। সুতরাং আমরা এমন কোন কাজ করিতে পারি না যাহাতে যুদ্ধের কাজে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের কোন কোন তেজস্বী যুবক বলিয়া থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট যখন আমাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করে, তখন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার বা গবর্ণমেণ্টকে আর্থিক সাহায্য করিবার আমাদের কি আবশ্যক? তাহারা একথা বুঝে না যে, আমাদের যাহারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতেছে তাহারা হিটলারের নায়েবদের জন্য বা পাঞ্জাবের মন্ত্রিদের জন্য প্রাণ দিতেছে না, তাহারা নিজেদের বাদশাহ্র জন্য বা তদপেক্ষাও বড় বিষয় এই যে, আহমদীয়া জমাতের শিক্ষার অধীন প্রাণ দিতেছে।

অতএব যুদ্ধ প্রচেষ্টায় আমাদের কোন ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নহে, বরং আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করা উচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব্ব বৎসর যুদ্ধ-ফাণ্ডে যত চাঁদা দিয়াছিলাম এ-বৎসর তদপেক্ষা বেশী দিয়াছি, এবং বিগত বৎসর আঞ্জোমন হইতেও যত চাঁদা দেওয়াইয়াছি এ-বৎসর তদপেক্ষা অধিক দেওয়াইয়াছি এবং আমার ইচ্ছা ইহাই যে, যদি খোদাতা'লা সঙ্গতি দেন তবে প্রত্যেক বৎসরই তৎপরবর্ত্তি বৎসর হইতে অধিক চাঁদা দিব। আমাদের জমাত হইতেও যত লোক এক মাসে রিক্রুট (সৈন্যদলে ভর্ত্তি) হইয়াছে, তৎপরবর্ত্তী মাসে তদপেক্ষা অধিক লোক ভর্ত্তি হওয়া উচিত।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বা পাঞ্জাবের কোন রাজকর্ম্মচারীর দোষ এম্পায়ার বা দুনিয়ার 'হক' বা ন্যায্য প্রাপ্যের মোকাবেলায় দাঁড়াইতে পারে না এবং আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে না। এমন কি, ইসলাম ও আহমদীয়তের হক্ বা অধিকারের উপরও যদি কোন সাময়িক প্রভাব পতিত হয় তথাপি আমাদের এই প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি হইতে পারে না। কারণ এই যুদ্ধের একটা স্থায়ী প্রভাব ইসলাম ও আহমদীয়তের সপক্ষে বা বিপক্ষে পতিত হইবে। যদি কখনো এরূপ সময় আসে যে, ইসলাম ও আহমদীয়তের ক্ষতি সেই হিত হইতে অধিক হইবে যাহা দুনিয়া যুদ্ধের ফলে লাভ করিবে তবে, তোমরা জানিও, আমি খোদাতা'লার ফজলে (অনুগ্রহে) ভীরু নহি। তখন আমি নিজেই তোমাদিগকে পন্থা পরিবর্ত্তন করিতে বলিব। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি এই একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি যে, এই যুদ্ধে আমাদের গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা উচিত। কেবল যে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি তাহা নহে, বরং এত প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছি যে, আমার মতে এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যদি বিন্দু মাত্রও ত্রুটি হয় তবে আমি এবং জমাত উভয়ই খোদাতালার সমীপে অপরাধী সাব্যস্ত হইব। অতএব কাজ করিয়া যাও এবং গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কি ষ্টেপ নেয় তাহার অপেক্ষা কর, তারপর যাহা উচিত মনে হয় তাহাই করা হইবে। যাহাহউক, আমরা

এরূপ পন্থাই অবলম্বন করিব যাহাতে আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়াই গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের অসন্তোষ প্রকাশিত হইবে।

যথা, ইলেকশনের ব্যাপারই ধরিয়া লও। এই ইলেকশন ব্যাপারে আমরা অন্যায়াচরণকারী জালেমদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি। স্মরণ রাখিও, এই ব্যাপারে আহমদীয়া জমাতের মহা ক্ষমতা রহিয়াছে। এরূপ সময়ে যদি সমস্ত জমাত এরূপ লোককে সাহায্য করে যাহাকে ন্যায়-পরায়ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায় তবে তাহারা বিস্ময়কর ক্রিয়া দেখাইতে পারে। এইরূপ আরো পন্থা আছে যদ্দারা আমরা যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরও অন্যায়াচরণকারীদিগকে শাস্তি দিতে পারি। অতএব তোমরা এই বিষয় আমার উপর বরং খোদাতা'লার উপর ছাড়িয়া দাও, কারণ তিনিই আমাদের পথ-প্রদর্শক, তিনিই আমাদিগকে এমন পন্থা বলিয়া দিবেন যাহাতে আমরা আইন অমান্য না করিয়াই নিজেদের অভিযোগ দূর করিতে পারিব।

সেই দিন আরো কতিপয় ঘটনা হইয়াছে। যথা, এক সীপাহী অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিল। এরূপ ঘটনা যদি আর কাহারো সহিত করা হইত—এক সাধারণ কৃষকের সহিতই যদি করা হইত—তবে সীপাহীদের মাথা ফাটাইয়া দিও। কিন্তু পুলিস আমার কুঠিতে সাত ঘণ্টা রাইফল নিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাকে বিদ্রোহী মনে করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, খলিলকে গ্রেফ্‌তার করিলে আমরা সকলে উত্তেজিত হইব। কিন্তু আমাদের জমাত এরূপ নীতি-পরায়ণ যে, খলিল আহমদ কেন, আমাকে গ্রেফতার করিতে আসিলেও আমাদের জমাতের কেহ তাহাদের সঙ্গে লড়াই করিবে না। আমরা জানি যে, খোদাতা'লা আমাদিগকে তরবারী দেন নাই। খোদাতা'লা যদি আমাদিগকে তরবারী দিতেন তবে তরবারী দ্বারা লড়াই করা আমাদের পক্ষে জায়েজ বা সঙ্গত হইত। কিন্তু খোদাতা'লা আমাদিগকে তরবারী, রাইফেল বা তুপ কিছুই দেন নাই। সুতরাং এই সকল হাতিয়ার নিয়া আমরা কেমন করিয়া লড়িতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে কেহ তরবারী লইয়া লড়িতে চায় তবে সে নিশ্চয়ই আহ্‌মক হইবে।

আমাদের নিকট যে-অস্ত্র আছে, তাহা হইল—দোয়া। ইহা আমাদের মুখ হইতে নির্গত হইয়া খোদাত'লার আরশ্‌ (সিংহাসন) পর্য্যন্ত পৌঁছে। ধরিয়া লও, এখন যদি পুলিস গুলি চালাইত এবং গুলি আমার বুকে আসিয়া লাগিত তবে সেই গুলি আমি রোধ করিতে না পারিলেও তখন আমার হৃদয় হইতে যে-দোয়া বাহির হইত তাহা পূর্ণ হইতে দুনিয়ার সমস্ত রাজ-শক্তিও বাধা দিতে পারিত না। হজরত রসুল করীম (ছাঃ), হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রতি খোদাতা'লার সাহায্য চলিয়া যায় নাই। এইরূপ আমরাও মরিয়া যাইব, কিন্তু আমাদের হৃদয় হইতে যে-দোয়া বাহির হইবে, দুনিয়ার কোন তরবারী, রাইফেল বা তুপ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না।

পুলিসের আচরণ দ্বারা মনে হয় তাহারা যেন আমাদিগকে অপরাধী বা ডাকাত মনে করিয়াছিল, এবং খলিল আহমদের গ্রেফ্‌তার যেন আমরা সকলে তাহাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করিয়া দিব। খলিল আহমদ কেন, আমার সমস্ত ছেলেদিগকে এবং আমাকেও গ্রেফ্‌তার করিলে কেহ তাহাদের উপর হাত উঠাইবে না। কেননা, খোদাতা'লা আমাদের হাত বাঁধিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এরূপ স্থলে হাত উঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য করিতেই আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে আমরা খোদার আদেশ মানিয়া চলিব, এবং কখনো আইন ভঙ্গ করিব না।

যাহারা আফগানিস্তানে প্রস্তর-বর্ষণের সম্মুখে নিজেদের বক্ষ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিল এবং 'উফঃ' পর্য্যন্ত বলে নাই, তাহারা কি সেই কংগ্রেসীদের মত যাহারা আইনের একটু অসুবিধায় পড়িলেই আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা খোদাতা'লার ফজলে সেই কংগ্রেসীদের মত নই এবং আমরা কিছুতেই আইন অমান্য করিতে পারি না। আমরা সর্ব্বদাই আইনের আনুগত্য করিয়া যাইব। তাহারা আমাদের উপর রাইফেল চালাইলেও আমরা মোকাবেলা করিব না। কারণ আমাদের রাইফেল, আমাদের তরবারী, আমাদের তুপ আমাদের খোদা। এই রাইফেল, এই তরবারী ও এই তুপের সম্মুখে যদি দুনিয়ার সমস্ত রাইফেল, সমস্ত তরবারী ও সমস্ত তুপও রাখা হয় তবে তাহাও চুরমার হইয়া যাইবে।

উপসংহারে হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) এই ঘটনায় যে তাঁহার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বকার এক স্বপ্ন পূর্ণ হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া খোৎবা শেষ করেন।

সাপ্তাহিক "সান-রাইজ" (ইংরেজী)

জগতের ধর্ম্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ

ইসলামিক কালচার ও প্রকৃত ইসলামের প্রকাশক

বাৎসরিক মূল্য ৪৲ ছাত্রদের জন্য ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

দ্বিতীয় অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বপ্রথম মৌলবী আবু তাহের সাহেব কোরান পাঠ করেন। অতঃপর জোনাব সভাপতি মহোদয় এই দোয়া করিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করেন যেন, আল্লাহ্‌তা'লা এই কন্‌ফারেন্সের বক্তাদিগকে এমন কথাই বলিবার তৌফিক বা ক্ষমতা দেন যাহাতে আল্লাহতা'লা খুসী হন এবং আমাদের শ্রোতাদিগকেও যেন তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবার এবং তাহা পালন করিবার তৌফিক দেন। ইত্যবসরে প্রাদেশিক আঞ্জোমান-আহমদীয়ার আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন। তাঁহার আগমনে জোনাব সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এই প্রার্থনা করেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাঁহার নাম অনুসারে এই কন্‌ফারেন্সকে মোবারক (অর্থাৎ কল্যাণ ও আশীষময়) করেন এবং আহমদী, গয়ের-আহমদী এবং গয়ের-মোসলেম সকলের জন্যই ইহাকে বা-বরকত (কল্যাণ-মণ্ডিত) করেন।

কাদিয়ানের অভিজ্ঞতা

অতঃপর মৌলবী তালেব হুসেন সাহেব—যিনি ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী এবং যিনি সম্প্রতি কাদিয়ান হইতে আসিয়াছেন—'কাদিয়ানের অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জোনাব সভাপতি মহোদয় বলেন, কাদিয়ান এমন এক জায়গা যেখানে দুনিয়ার সকল স্থান হইতে সকল ধর্ম্মের ও সকল জাতির লোকগণ যাইতেছেন এবং যাঁহারা সেখানে যান তাঁহারাই ইহার পবিত্র প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছেন। অনেক মেথোলেফ্‌ বা বিরুদ্ধবাদীও সেখানে গিয়া নিজেদের বিরুদ্ধ মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই জন্যই লোকে বলে, কাদিয়ানে যাদু আছে। তবে সেই যাদু কি? সেই যাদু হইল—সরল সত্য, ইসলামের সরল শিক্ষার উপর আমল (practice)।

অতঃপর মৌলবী তালেব হুসেন সাহেব তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বলেন যে, তিনি বহুকাল যাবৎ এক জন সিদ্ধ পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছিলেন; বহু পীর ফকীরের পিছনেও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের ধোকা ধরা পড়িলে তিনি প্রকৃত খাটি মানুষের জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। এমন সময় তিনি হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমন বার্ত্তা শুনেন এবং তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পবিত্র জন্মভূমি কাদিয়ান দর্শন করিতে যান। তিনি কাদিয়ানের লোকদের সরলতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব, তাঁহাদের ধর্ম্ম-পরায়ণতা এবং স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলেরই ধর্ম্মের জন্য ত্যাগের স্পৃহা এবং কোরানের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া এবং সকলকেই কোরান-হাদীসের আলোচনায় রত দেখিয়া মুগ্ধ হন।

বিরুদ্ধবাদীদের কতিপয় আপত্তি

অতঃপর মৌলবী মীর রফিক আলী সাহেব এম-এ বি-টি এক সারগর্ভ বক্তৃতায় বিরুদ্ধবাদীদের কতিপয় আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় মোহম্মদী বেগম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি সবিস্তার বর্ণনা করেন এবং যুক্তি-তর্ক ও দলিলাদি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে।

হজরত মসিহ মাওউদের সত্যতার কতিপয় নিদর্শন

অতঃপর মৌলবী আহমদ আলী সাহেব "হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সত্যতার কতিপয় নিদর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, প্রবল বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে কৃতকার্য্যতা লাভ এবং সমস্ত জগদ্বাসীকে চেলেঞ্জ দিয়া বিজয়ী হওয়া—এই পরখ দিয়া হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সত্যতা পরীক্ষা করিলে তাঁহার সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বা জমাতের বিজয়-লাভও তাঁহার সত্যতার অপর নিদর্শন। তাঁহার বিরুদ্ধে বহু মোকদ্দমা দায়ের হওয়া এবং হাকীমের রায়ের পূর্ব্বেই এলহাম প্রাপ্ত হইয়া খোদার রায় প্রকাশ করা এবং তদনুযায়ী মুক্ত হওয়া তাঁহার সত্যতার অন্যতম নিদর্শন।

হজরত মসিহ মাওউদের সত্যতার প্রমাণ

অতঃপর সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার মোবাল্লেগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ সাহেব হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, চরিত্র, কার্য্য ও তাহার ফলাফল দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে বিচার করা যায়। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) চরিত্রের পবিত্রতা ও ধর্ম্মসেবা সম্বন্ধে তাঁহার পরম শত্রু মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর সাক্ষ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মিথ্যা নবুওতের দাবীকারী কখনো সফলতা লাভ করিতে পারে না। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) বিরুদ্ধে পাদরী, মৌলবী ও আর্য্যসমাজী সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তিনি স্বয়ং প্রার্থনা করেন, হে খোদা আমি যদি সত্য না হইয়া থাকি, আমার মধ্যে যদি প্রবঞ্চনা, প্রতারণা থাকে তবে তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়া দাও। নিজের ধ্বংসের জন্য এইরূপ দোয়া

করিতে পারাই তাঁর সত্যতার এক মহা প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত আল্লাহতা'লা তাঁহাকে মহা বিজয় দিয়াছেন। সমস্ত জগতে তাঁহার জমাত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ সর্ব্বত্র ধ্বংস হইয়াছে—তাহা ভারতেই হউক, আর ভারতের বাহিরেই হউক। উপসংহারে তিনি হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) অন্তর্ধানের পর তাঁহার গুণ ও উচ্চ মর্য্যাদা সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'উকীল' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া শুনান। এই মন্তব্যটি এবং মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর অভিমতটি পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, ইন্‌শাল্লাহ।

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতার কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

অতঃপর মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ বি-এল বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানির কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি হজরত খলিফাতুল মসিহ বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়, পক্ষ, ইহার বিভিষিকা, ফলাফল, ইহাতে কতিপয় রাজার সিংহাসন-ত্যাগ, আমেরিকা হইতে ব্রিটেনের ২৫ হাজার উরুজাহাজ লাভ, রুশ-জার্ম্মানে যুদ্ধ বাধা ইত্যাদি ঘটনা সম্বন্ধে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। এই বক্তৃতা ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও আহমদীদের কর্ত্তব্য

অতঃপর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব "আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় এবং আহমদীয়া জমাতের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি কি এবং কেমন করিয়া লাভ করা যায় তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি লৌহের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, লৌহ যেমন আগুনে জ্বলিতে জ্বলিতে আগুনের মতই হইয়া যায় তেমনি মানুষও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া উন্নতি করিতে করিতে খোদার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া যায়। এই আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলেন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)। তিনি যে-পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেইটিই আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকৃষ্টতম পথ। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই বর্ত্তমান যুগে হজরত মসিহ মাওউদ আঃ-ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বরপুত্র হজরত খলিফাতুল মসিহ সানিও (আইঃ) চরম উন্নতি করিয়াছেন। তিনি যে-পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা হইল—নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাৎ—এই চারিটি অনুষ্ঠান। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আর কোন কিছুর আবশ্যক নাই। এই চারিটি 'আহকাম' বা আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করিলেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে। অতঃপর তিনি আহমদীদের কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কাহারো যদি কোন ভাল জিনিষ মিলে তবে সে তাহা তাহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকেও বিলাইয়া থাকে। অতএব আমরাও যে-নেয়ামত (সত্য) পাইয়াছি তাহাও আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দেশবাসীকে বিতরণ করা উচিত। অতএব আহমদী হিসাবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইল তবলীগ বা সত্যের প্রচার।

নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

অতঃপর সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার প্রচারক আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব নবুয়ত জারি থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, খোদা যদি কথা বলিতে পারেন এবং তাঁহার কথা বলার যদি প্রয়োজন থাকিয়া থাকে—এবং নিশ্চয়ই আছে, যেহেতু মানুষ দুর্ব্বল ও ভ্রমশীল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী—তবে নিশ্চয়ই তিনি কথা বলিবেন এবং খোদার কথা বলার নামই 'নবুয়ত'।

এল্‌হাম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহা কোন in p ratio বা চিন্তা প্রসূত বিষয় নয়, ইহা বাহির হইতে প্রাপ্ত স্পষ্ট আল্‌ফাজ বা বাক্য। তাই নবীগণও স্বয়ং অনেক সময় নিজেদের প্রতি অবতীর্ণ এল্‌হাম বুঝিতে ভুল করেন। যদি inspiration বা নিজের চিন্তা-প্রসূত বাক্য হইত তবে নিজে তাহা বুঝিতে কখনো ভুল করিতেন না।

নবীর আবির্ভাবের দ্বিতীয় প্রয়োজন হইল—এখতেলাফ বা ধর্ম্মমতের বৈষম্য। ধর্ম্ম বিষয়ে যদি মত-বৈষম্য সৃষ্টি হয় তবে সেই বৈষম্য দূর করিবার জন্য এবং প্রকৃত সত্য বলিয়া দেওয়ার জন্য খোদাতালার তরফ হইতে কোন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাবের ও আবশ্যকতা আছে।

কোরান বলে যদি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নবী আবির্ভূত না হন তবে মানুষের এই আপত্তি করিবার অধিকার হয় যে, আল্লাহ কোন নবী পাঠান নাই তাই তাহারা পাপ পথ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অতএব সর্ব্বদাই নবীর আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্ম

"ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব বলেন—ইসলাম হইল সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়। হজরত মোহাম্মদকে (ছাঃ) আল্লাহতালা সমস্ত জগতকে এক করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাই হিন্দুধর্ম্ম বলে কল্কিতে একাকার হইবে, খৃষ্টান ধর্ম্ম বলে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইসলাম বলে, শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনা এইরূপ—ইসলাম হইল একটা সমস্ত (whole) এবং অন্যান্য ধর্ম্ম হইল তাহার অংশ বিশেষ। মানুষ অখণ্ড মানব-জাতিকে বিভাগ করিয়াছে। ইসলাম আসিয়াছে মানুষের-গড়া সেই সমস্ত ভেদ দূর করিবার জন্য। বর্ত্তমান যুগে ইসলামের এই একতার বাণীই নিয়া আসিয়াছেন হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁহার জমায়ার বা যোগেই বর্ত্তমানে জগতে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবে।

জগতে আহমদীয়তের বিস্তার

অতঃপর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদীম সাহেব "জগতে-আহমদীয়তের বিস্তার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি আহমদীয়া জমাতের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কাদিয়ান ছিল এক গণ্ডগ্রাম, আজ বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইহা একখানা ছোট-খাট টাউনে পরিণত হইয়াছে। এখন তথায় স্কুল, কলেজ, রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্টঅফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ইলেকট্রিক লাইট, ইত্যাদিও হইয়াছে। সেই কাদিয়ান হইতে আহমদীয়া মুভমেণ্ট ক্রমশঃ জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি কেমন করিয়া ইহা ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ও এশিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি ভবিষ্যতে আহমদীয়তের প্রসার সম্বন্ধে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কতিপয় এলহাম বা ঐশীবাণীর উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

কতিপয় উপদেশ

অতঃপর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব নছিহত বা উপদেশ স্বরূপ জমাতের বন্ধুগণকে প্রকৃত তাকুয়া (আল্লাহর ভয়), ও সততা অবলম্বন করিতে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া ঐক্যের দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি সকল আহমদী ভ্রাতাগণকে এই হিন্দু-মোসলমান ঝগড়ার দিনে সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করিতে এবং যে-আহমদী যেখানে আছেন তাঁহাকে তথায় মিলনের ভাব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি জমাতের বন্ধুগণকে ধর্ম্মের খেদমতের জন্য কোরবানী করিতে এবং হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) পুস্তক প্রকাশের জন্য ফাণ্ড তৈয়ার করিতে আহ্বান করেন এবং একটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, প্রত্যেক আহমদী যদি নিজ নিজ ছেলে-মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের বাহুল্য খরচ কমাইয়া এই ফাণ্ডের জন্য দেন তবে এই ফাণ্ড অনায়াসে গড়িয়া উঠিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব্বকার কতিপয় ভ্রাতার দানের কথা উল্লেখ করেন।

অতঃপর প্রাদেশিক আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব ভূতপূর্ব্ব আমীর খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেবকে এবং নাজের সাহেবকে এবং অন্যান্য অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন। অতঃপর দোয়ার পর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শেষ হয়। ক্রমশঃ

আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সহায় হইবে

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ—আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা]

"এবৎসর তাহরিক-জদীদের চাঁদা আদায়ে বন্ধুগণ বহু আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এবৎসরের প্রথম ভাগে গত বৎসরের তুলনায় চাঁদা আদায় অধিক হইয়াছে। কিন্তু অক্টোবর মাস হইতে আদায় কম হইয়াছে এবং ফলে পূর্ব্বে যে বর্দ্ধিত পরিমাণে আদায় হইতেছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। এখন সপ্তম বৎসর শেষ হইতে মাত্র এক মাস বাকী আছে। * যে-সকল বন্ধু এখন পর্য্যন্ত নিজ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের এখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই অভাব পূরণ করা উচিত এবং চাঁদা আদায়ে যে হ্রাস দেখা দিয়াছে তাহাকে পুণরায় বৃদ্ধিতে পরিণত করা উচিত।

তাহরিক জদীদের 'মোজাহেদ' বা যোদ্ধাগণ হইতে আমি এই আশা করি যে, তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ দিয়া যথা-সম্ভব সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

যে-সকল বন্ধু নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারেন নাই এখন তাঁহাদের পালা আসিয়াছে। আমি বিশ্বাস রাখি, তাঁহারাও অপর হইতে এখলাছ বা আগ্রহ ও আন্তরিকতায় কম নহেন এবং আমি এই আশা রাখি, তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা আমার এই ধারণা পূর্ণ করিয়া দিবেন, ইন্‌শা-আল্লাহ্‌।

অতএব হে বন্ধুগণ, সাহস করুন এবং নিজেদের অগ্রগামী ভ্রাতাগণের সঙ্গে মিলিয়া যাওন। খোদাতা'লা আপনাদিগকে সাহায্য করুন —আমীন।"

* তাহরিক জদীদের বৎসর ৩০শে নবেম্বর শেষ হয়। এই ৩০শে নবেম্বরই ওয়াদা পূর্ণ করিবার শেষ তারিখ। তবে বাঙ্গালা এবং অন্যান্য বিদেশীয় এলাকায় খবর পৌঁছিতে বিলম্ব হয় বলিয়া এই সকল দেশের জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ৩০শে নবেম্বর মধ্যে দিতে পারিলেই উত্তম।

THE FORTNIGHTLY AHMADI

Dated 31st Oct. 1941 বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵০ Regd. No. C—1356

তবলীগ ফাণ্ড

এবারকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়ার কন্‌ফারেন্সে মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব বি-সি-এস বিগত বৎসরের ন্যায় তবলীগ বা প্রচার ফাণ্ডের জন্য এক আপীল করেন। তাঁহার আপীলের ফলে উপস্থিত ভ্রাতাগণ হইতে নিম্নলিখিতরূপ ওয়াদা পাওয়া যায়। অন্যান্য বন্ধুগণও এই পুণ্যকার্য্যে তাঁহাদের ওয়াদা সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।

	বিগত বৎসরের ওয়াদা	বর্ত্তমান বৎসরের ওয়াদা
১। মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব	২৲ মাসিক	২৲ মাসিক
২। আনিসুর রাহমান „	২৲ „	২৲ „
৩। হেকীম শাহ আবদুল বারী „	২৲ „	২৲ „
৪। মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেব বি-এ, বি-টি	॥০ „	২৲ „
৫। মৌলবী আলী আনোয়ার „	৫৲(এককালীন)	৬৲(এককালীন)
৬। „ আবদুর রাহমান খাঁ „	২৲ „	১৲ „
৭। বাসারুক আঞ্জোমন—	৪৲ „	৬৲ „

এশাত ফাণ্ড

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) প্রণীত গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার জন্য নিম্নলিখিত ভ্রাতাগণ তাঁহাদের মেয়েদের বিবাহ উপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিন—আমীন।

ইঁহাদের আদর্শে অন্যান্য ভ্রাতাগণও নিজ নিজ ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে এই পুণ্যকার্য্যে সাহায্য দান করিলে এক বৃহৎ ফাণ্ড গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহাতে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) অমূল্য গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশিত হইতে পারে। আশা করি, অন্যান্য বন্ধুগণও এই পুণ্য-কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব—	১০০৲
মৌলবী ছৈয়দ ইব্রাহীম আলী সাহেব, সাবরেজষ্ট্রার—	৫০৲
মৌলবী কমরউদ্দীন সাহেব, ইনস্‌পেক্টর অব পুলিস—	২০০৲
খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব তাঁহার তিন মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মোট—	২৫০৲

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

নফল রোজা ! নফল রোজা !!

হজরত আমিরুল-মোমেনীনের আদেশ

২৪শে অক্টোবরের জুমার খোৎবা বা অভিভাষণে আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ বলেন ঃ—

"আমার অসুস্থতা বশতঃ আমি এবৎসর নফল রোজা সম্বন্ধে কোন এ'লান বা ঘোষণা করিতে পারে নাই। আমাদের জমাতের লোক দূর-দূরান্তরে বিক্ষিপ্ত আছেন বলিয়া এই ঘোষণা পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি অসুস্থতা নিবন্ধন তাহা পূর্ব্বে করিতে পারি নাই। যাহা-হউক, এখন আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শাওয়াল মাসে সাত রোজা রাখিবেন। প্রথম রোজা বর্ত্তমান সপ্তাহের বৃহস্পতিবার (অর্থাৎ ৩০শে অক্টোবর) হইতে আরম্ভ হইবে। * অতঃপর প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখিয়া এই সাত রোজা পূর্ণ করিতে হইবে এই রোজা নফল (অর্থাৎ ফরজ বা অবশ্য পালনীয় নহে, ইচ্ছাধীন) এবং দোয়া করিবার উদ্দেশ্যে রাখা হইতেছে। অতএব রসুল করীম (ছাঃ) শাওয়াল মাসে যে রোজা রাখিতেন তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে এবং তাহাও পূর্ণ হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি যে, এই জমানা (কাল) অতি নাজুক বা সঙ্কটময় জমানা। দুনিয়ার উপরও আপদ-বিপদ আসিতেছে এবং আমাদের জমাতও অল্প-সংখ্যক হওয়ার দরুন কঠোর অসুবিধার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছে। অতএব এরূপ সময়ে আমাদের জন্য দোয়া করিবার কোন মৌকা বা সুযোগ লাভ হইলে, তাহা খোদাতা'লার তরফ হইতেই হউক বা নেজাম বা সঙ্ঘের পক্ষ হইতেই নির্দ্ধারিত হওক, এক বরকত বা মহা মঙ্গলের বিষয় হইবে। এই সুযোগ হইতে ফায়দা (কল্যাণ) গ্রহণ করিলে বহু অসুবিধা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, এই রোজার উদ্দেশ্য দোয়া করা। তাহাজ্জদের জন্য (অর্থাৎ শেষ রাত্রে প্রার্থনা করিবার জন্য) জরুর জাগ্রত হইবেন এবং বিশেষ করিয়া দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা সিল্‌সিলায় (অর্থাৎ আহমদীয়া জমাতের) অসুবিধা দূর করিয়া দেন—তাহা প্রজার পক্ষ হইতেই হওক, আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই হওক। আল্লাহতা'লা সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া সিলসিলায় আজমত বা গৌরব প্রতিষ্ঠিত করুন এবং ইহার উন্নতির সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দিন।"

* যাহারা যথা-সময়ে সংবাদ না পাওয়ার দরুন ৩০শে অক্টোবর হইতে এই রোজা রাখিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎপরবর্ত্তী সোম বা বৃহস্পতিবার হইতে এই রোজা রাখিতে আরম্ভ করিয়া সাত রোজা পূর্ণ করিতে পারেন।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wiar Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).